সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

৩২তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ২৫তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস

৩ ডিসেম্বর ২০২৩

❑ বিশেষ ক্রোড়পত্র, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ❑ ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩০, ৩ ডিসেম্বর ২০২৩ রবিবার ❑ অঙ্গসজ্জা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) ❑ সার্বিক সহযোগিতা: তথ্য অধিদফতর (পিআইডি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
০৩ ডিসেম্বর ২০২৩

বাণী

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৩২তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ২৫তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস- ২০২৩ উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। দিবসটি উপলক্ষ্যে আমি দেশের সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, তাঁদের পরিবার এবং প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে কর্মরত সংস্থা ও সংগঠনসমূহকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

প্রতিবন্ধিতা মানব বৈচিত্র্যেরই একটি রূপ, প্রতিবন্ধীগণ আমাদের সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ প্রকৃতিগতভাবেই বিশেষ গুণসম্পন্ন হয়ে থাকেন। তাই তাদের সক্ষমতাগুলোকে চিহ্নিত করে সঠিক পরিচর্যা ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পদে পরিণত করতে হবে। প্রেক্ষিতে দিবসটির এ বছরের প্রতিপাদ্য 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাথে সম্মিলিত অংশগ্রহণ, নিশ্চিত করবে এসডিজি অর্জন' অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণে অত্যন্ত আন্তরিক। এই জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে সরকার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় ভাতা, শিক্ষা উপবৃত্তি, সমন্বিত প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম, বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রম, থেরাপি সেবা সহায়তা প্রদান, ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমাজের মূল স্রোতধারায় আনয়ন ও দেশের উন্নয়ন কার্যে সম্পৃক্ত করে তাদের জীবনমান উন্নয়ন, সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা, স্বার্থ সুরক্ষা এবং তাদের সেবাসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন আইন, ২০২৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। আমি আশা করি, প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে গৃহীত এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ২০৩০ সাল নাগাদ জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে উন্নীত করার পথ সুগম হবে।

প্রতিবন্ধীদের সুন্দর ও স্বাভাবিক পরিবেশে বেড়ে ওঠার সুযোগ দিতে হবে এবং তাদের মানসিক বিকাশে বিভিন্ন পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। আমি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, দেশি-বিদেশি সংস্থা ও সুশীল সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি ৩২তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ২৫তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবসের সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

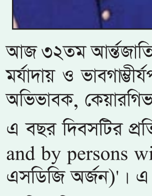

মন্ত্রী
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ ৩২তম আর্ন্তজাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ২৫তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশও যথাযোগ্য মর্যাদায় ও ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে দিবসটি উদ্‌যাপনের পদক্ষেপ নিয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, তাদের অভিভাবক, কেয়ারগিভার ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করা সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে "United in action to rescue and achieve the SDGs for, with and by persons with disabilities" (বাংলা ভাষান্তর: 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাথে সম্মিলিত অংশগ্রহণ, নিশ্চিত করবে এসডিজি অর্জন)'। এ প্রতিপাদ্যটি যথার্থ ও সময়োপযোগী।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮(১) নম্বর অনুচ্ছেদে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দেশের সকল নাগরিকের জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করেছেন। অন্যদিকে সংবিধানের ১৫(৪) নম্বর অনুচ্ছেদে অসুস্থ, প্রতিবন্ধী, বিধবা, এতিম ও বয়স্ক জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের নিশ্চয়তা প্রদান করে গেছেন। সময়ের পরিক্রমায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষায় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদ, নীতিমালা, আইন প্রণীত হয়েছে। বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত জাতিসংঘ সনদে অনুস্বাক্ষর করছে। এর আলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩, প্রতিবন্ধী বিষয়ক 'জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৯' প্রণয়ন করেছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমাজের মূল স্রোতধারায় আনয়ন ও উন্নয়ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করে তাদের জীবনমান উন্নয়ন, সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং স্বার্থ সুরক্ষার বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্ব প্রদান করে তাদের সেবাসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন আইন, ২০২৩ একাদশ জাতীয় সংসদের ২৫তম অধিবেশনে পাস করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্র গঠনে সরকার কাজ করছে। প্রতিবন্ধী ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষা-উপবৃত্তি, আর্থিক অনুদান, শিক্ষা, কারিগরি প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। বর্তমানে ২৯ লক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সরকারি ভাতা ও এক লক্ষ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে শিক্ষা উপবৃত্তির আওতায় আনা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিতকরণের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা-২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী বর্তমানে ৭৪টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়, ১২টি স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া সমাজসেবা অধিদফতরের ব্যবস্থাপনায় দৃষ্টি ও শ্রবণ-দৃষ্টিসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম চলমান আছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চিকিৎসা সেবার জন্য ৬৪টি জেলা এবং ৩৯টি উপজেলায় প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র এবং ভ্রাম্যমান মোবাইল থেরাপি ভ্যানের মাধ্যমে ওয়ানস্টপ থেরাপি সার্ভিস চালু করা হয়েছে। এ সেবাটি বাংলাদেশের সকল উপজেলায় চালু করার লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে আমি সরকারের পাশাপাশি সমাজের সকল শ্রেণির মানুষকে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহবান জানাই।

৩২তম আর্ন্তজাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ২৫তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবসটি পালনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের সাফল্য প্রত্যাশা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

নুরুজ্জামান আহমেদ, এমপি.

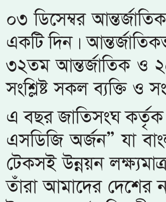

সভাপতি
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত
স্থায়ী কমিটি

বাণী

০৩ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবসটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ আমাদের সকলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ একটি দিন। আন্তর্জাতিকভাবে এ দিবসটি ১৯৯২ সাল থেকে যথাযোগ্য মর্যাদা ও গুরুত্বের সাথে পালিত হয়ে আসছে। এবার আমরা ৩২তম আন্তর্জাতিক ও ২৫তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন করছি। এ মহতী দিনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ তাদের পরিবার এবং সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি ও সংগঠনসমূহকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

এ বছর জাতিসংঘ কর্তৃক দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে "প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাথে সম্মিলিত অংশগ্রহণ, নিশ্চিত করবে এসডিজি অর্জন" যা বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। বর্তমান সরকার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। তাঁরা আমাদের দেশের নাগরিক ও সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাদেরকে বাদ দিয়ে দেশের টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। সরকার ইতোমধ্যে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা আইন-২০১৩'; 'নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন-২০১৩' এবং এর বিধিমালা-২০১৫; 'বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৮' সহ প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা ২০১৯; প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার নীতিমালা, ২০১৯ ইত্যাদি প্রণয়ন করেছে। প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক সকল কার্যক্রম আরও গতিশীল ও ত্বরান্বিত করতে সরকার "প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২০১৯" প্রণয়ন করেছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও জীবনমান উন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। তাছাড়া প্রতিবন্ধিতার ধরণ ও মাত্রা অনুযায়ী সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করতে চিকিৎসা-থেরাপিউটিক সেবার পাশাপাশি সার্বিক রিহ্যাবিলিটেশন প্রক্রিয়া গ্রহণ করার প্রয়াস চলমান রয়েছে। এ সকল কর্মকাণ্ডের নেতৃত্ব দিচ্ছেন অটিজম ও এনডিডি বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন মিজ সায়মা ওয়াজেদ।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনির বলয় নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকার আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক সুরক্ষা প্রদানে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি, সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রম, থেরাপি সহায়তাসহ তাদের সার্বিক উন্নয়নে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে উন্নত বিশ্বে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সহায়ক প্রযুক্তির উদ্ভাবন হয়েছে যা বাংলাদেশেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। বহির্বিশ্বে এসব সহায়ক প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তাদের জীবনকে যেমন সহজ করছেন, তেমনি তাদের কর্মদক্ষতাও বাড়ছে। আমি মনে করি এসব প্রযুক্তিকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সহজলভ্য করতে হবে- এটা তাঁদের অধিকারের অংশ।

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ১০৩টি 'প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র' এবং ৪৫টি মোবাইল রিহ্যাবিলিটেশন ভ্যানের মাধ্যমে থেরাপি ও পুনর্বাসন স্বাস্থ্য-সেবা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। আরও নতুন ২০টি- 'প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র'; 'কম্পিউটার ল্যাব' এবং 'সহায়ক প্রযুক্তি নির্ভর কারখানা নির্মাণ'- বিষয়ক উন্নয়ন প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমাজের মূল স্রোতোধারায় আনয়ন ও দেশের উন্নয়ন কার্যে সম্পৃক্ত করে তাদের জীবনমান উন্নয়ন, সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা এবং স্বার্থ সুরক্ষার বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্ব প্রদান করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবাসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন আইন, ২০২৩ একাদশ জাতীয় সংসদের ২৫তম অধিবেশনে পাস করা হয়। এজন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দফতর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমাজের মূলধারায় একীভূতকরণ ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সার্বিক রিহ্যাবিলিটেশন সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সরকারের পাশাপাশি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে শিক্ষা, চিকিৎসা, বিনোদন, পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থানসহ তাদের অধিকার সুরক্ষায় আমাদের সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। দেশের নাগরিক হিসেবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যাতে রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে সমঅধিকার ভোগ করতে পারে সে পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আমি সকলের প্রতি আহ্বান জানাই।

সরকারের গৃহীত কর্মকাণ্ড ও পরিকল্পনাধীন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হলে একীভূত সমাজ তৈরির দ্বারপ্রান্তে আমরা উপনীত হবো বলে আমি আশা করি। একই সাথে আমি ৩২তম আন্তর্জাতিক ও ২৫তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস-২০২৩ উদ্‌যাপনে সরকারের সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

রাশেদ খান মেনন, এমপি

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাথে সম্মিলিত অংশগ্রহণ, নিশ্চিত করবে এসডিজি অর্জন

মো: রুহুল আমিন খান

'United in action to rescue and achieve the SDGs for, with and by persons with disabilities'

প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও সারাদেশে ৩২তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ২৫তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস ২০২৩ পালিত হচ্ছে। জাতিসংঘ কর্তৃক এই দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে "প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাথে সম্মিলিত অংশগ্রহণ, নিশ্চিত করবে এসডিজি অর্জন"। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করে সমৃদ্ধিশীল সমাজ বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে উন্নয়নের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোই বর্তমান সরকারের উদ্দেশ্য। সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও যথাযথ পরিচর্যার মাধ্যমে তাঁদের প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারলে এই প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী সমাজ ও অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমন্বিতভাবে কাজ করছে। এ উদ্দেশ্যে বর্তমান সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সুরক্ষা ও অধিকার বাস্তবায়নের জন্য "প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩" এবং "নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ট্রাস্ট আইন, ২০১৩" প্রণয়ন করেছে। এ আইন দুটি সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অবাধ চলাচল ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগসহ সকল নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করেছে।

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশনের মাধ্যমে ঢাকার মিরপুর-১৪ এ জাতীয় প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্সে অটিজমসহ অন্যান্য বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের ডরমিটরি, অডিটরিয়াম, ওপিডি, ফিজিওথেরাপি সেন্টার, শেল্টারহোম, ডে-কেয়ার সেন্টার, বিশেষ স্কুল ইত্যাদির সংস্থান রাখা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ০৫ ডিসেম্বর ২০১৯ 'জাতীয় প্রতিবন্ধী কমপ্লক্সে (সুবর্ণ ভবন)' শুভ উদ্বোধন করেন। বর্তমানে ভবনটিতে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশনের প্রধান কার্যালয়, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দফতর হিসেবে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে চলছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে বিনামূল্যে থেরাপিউটিক ও রেফারেল সেবা প্রদান এবং সহায়ক উপকরণ প্রদানের জন্য জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের অধীনে ৬৪টি জেলা ও ৩৯টি উপজেলায় মোট ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র চালু রয়েছে। এ সব সেবা কেন্দ্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকিতে রয়েছে এমন ব্যক্তিদের থেরাপিউটিক স্বাস্থ্যসেবাসহ প্রশিক্ষণ ও কাউন্সেলিং কার্যক্রম চালু রয়েছে। প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে ২০১০ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত নিবন্ধিত সেবা গ্রহীতার মোট সংখ্যা ৮২০০৯৯ জন এবং সেবা সংখ্যা (Service Transaction) ১০৬৫৫৫১৫টি। অন্যদিকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে ফাউন্ডেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন ৪০টি মোবাইল থেরাপি ভ্যানের মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ ওয়ান স্টপ থেরাপি সার্ভিস সেবা প্রদান করা হচ্ছে। মোবাইল থেরাপি ভ্যানের মাধ্যমে ২০১৪ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত বিনামূল্যে নিবন্ধিত থেরাপিউটিক সেবা গ্রহীতার সংখ্যা ৪৯০৯৮৬ জন এবং প্রদত্ত সেবা সংখ্যা ১২৪১৫৫৯ টি।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের থেরাপিউটিক সেবা প্রদান ছাড়াও সেবা কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে ২০২২-২০২৩ অর্থবছর পর্যন্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিকট কৃত্রিম অঙ্গ, হুইল চেয়ার, ট্রাইসাইকেল, ক্র্যাচ এবং স্ট্যান্ডিং ফ্রেম, ওয়াকিং ফ্রেম, সাদাছড়ি, এলবো ক্র্যাচ ইত্যাদি সহায়ক উপকরণ এবং আয়বর্ধক উপকরণ হিসেবে সেলাই মেশিনসহ মোট ৬৮,৮৪২ টি সহায়ক উপকরণ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে ২০১০ সালে একটি অটিজম রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়। উক্ত সেন্টার থেকে অটিজম বৈশিষ্টসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তিবর্গকে বিনামূল্যে নিয়মিত বিভিন্ন ধরনের থেরাপি সেবা, গ্রুপ থেরাপি, দৈনন্দিন কার্যবিধি প্রশিক্ষণসহ রেফারেল ও অটিজম সমস্যাগ্রস্ত শিশুদের পিতা-মাতাদের কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১০ সালে চালু হওয়ার পর এ পর্যন্ত অটিজম সমস্যাগ্রস্ত শিশু ও ব্যক্তিকে ৩১৯৮৮ টি ম্যানুয়াল ও Instrumental থেরাপি সার্ভিস প্রদান করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাব্যবস্থার পথ সুগম করার লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 'প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০১৯' প্রণয়ন করে। উক্ত নীতিমালার আওতায় সারাদেশে ৭৪টি বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী স্কুলের শিক্ষক/কর্মচারীর ১০০% বেতন-ভাতা জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক পরিশোধ করা হচ্ছে। উক্ত স্কুলসমূহে ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ১০,৮৯৮ জন ছাত্র/ছাত্রী শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছে। ২০১১ সালের অক্টোবর মাসে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে একটি সম্পূর্ণ অবৈতনিক স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম চালু করা হয়। পরবর্তীতে ঢাকা শহরের ফাউন্ডেশন কার্যালয় মিরপুর, লালবাগ, উত্তরা, যাত্রাবাড়ী এবং রাজশাহী, খুলনা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, রংপুর, সিলেট, গাইবান্ধা জেলা ও সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলায় একটিসহ মোট ১২টি স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এ সব স্কুলে মোট ১৬০ জন অটিজম বৈশিষ্টসম্পন্ন শিশু লেখাপড়া করার সুযোগ পাচ্ছে।

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের কল্যাণ তহবিল থেকে ২০০৩-২০০৪ অর্থবছর হতে ২০২০-২০২১ পর্যন্ত প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে কর্মরত বেসরকারি সংস্থার মাঝে সর্বমোট প্রায় ১৬ কোটি টাকা অনুদান বিতরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, জুলাই ২০২১ মাসে ২৬৯টি বেসরকারি সংস্থার অনুকূলে ১ কোটি ৫২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বেসরকারি সংস্থার অনুকূলে বরাদ্দ প্রদানের লক্ষ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলে প্রায় ১০০০টি আবেদন পাওয়া গেছে। আবেদন যাচাই বাছাই কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান নিয়ে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আওতায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরির সুযোগ করে দেয়ার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ফাউন্ডেশনের নিজস্ব অর্থায়নে ৪০ জন পরিচয়হীন প্রতিবন্ধী এতিম শিশুকে লালন পালন, চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য একটি প্রতিবন্ধী শিশু নিবাস পরিচালিত হচ্ছে। চাকরি প্রত্যাশী ও কর্মক্ষম প্রতিবন্ধী মানুষের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে ৪০ আসন বিশিষ্ট পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল চালু করা হয়েছে। অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত উপকারভোগীর সংখ্যা ৬০০ জন।

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ফাউন্ডেশন চত্বরে ২০১৪ সাল হতে প্রতিবছর প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উন্নয়ন মেলার আয়োজন করা হয়। মেলায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের দ্বারা তৈরিকৃত বিভিন্ন হস্তশিল্প, নকশি কাঁথা, তৈরি পোশাক, শাড়ি, খেলনা, প্লাষ্টিক দ্রব্যাদিসহ বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনী দ্রব্য সামগ্রী প্রদর্শন, বিক্রি ও বিপণন করা হয়।

বাংলা ইশারা ভাষা দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ফাউন্ডেশনের নিজস্ব তহবিল হতে ৩০ জন বাক্ ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী কৃতী শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে ৫০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা করে মোট ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১০০ জন মেধাবী দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীর প্রত্যেককে ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা করে মোট ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

সাভার উপজেলাধীন বরাইগ্রাম ও দক্ষিণ রামচন্দ্রপুর মৌজার ১২.০১ একর জমির উপর বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্পটি গত ৪ এপ্রিল ২০২১ তারিখ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৪৮৭ কোটি টাকা। বাস্তবায়নকাল ০১/৪/২০২১ হতে ৩১/১২/২০২৪। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৪ নভেম্বর ২০২৩ তারিখ উক্ত প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলমান।

সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলার রামপাশা ইউনিয়নের 'বৃহত্তর আমতৈল গ্রামের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি/শিশুদের সুস্থতা এবং ভবিষ্যতে সুস্থ প্রজন্ম নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে ২০২০ সালে রামপাশা ইউনিয়নের বৃহত্তর আমতৈল গ্রামে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের নিজস্ব অর্থায়নে একটি অস্থায়ী প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র স্থাপন, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য একটি স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম প্রতিষ্ঠা, শতভাগ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সহায়ক উপকরণ প্রদান ও ৫০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে নগদ ২০ হাজার টাকা করে মোট ১০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলার রামপাশা ইউনিয়নের আমতৈল গ্রামে "প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন" শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক ৩ (তিন) একর জমি জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের অনুকূলে হস্তান্তর করা হয়েছে। উক্ত জমিতে প্রতিবন্ধীবান্ধব প্রকল্প গ্রহণ/অবকাঠামো নির্মাণের জন্য ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশনের নিজস্ব তহবিল হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১৫ লক্ষ টাকা, ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা এবং ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রায় ১২ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেনিটেশন, সহজ গমনাগমন, অবাধ তথ্য অধিকার, প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান, দুর্যোগ মোকাবিলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সক্ষমতার ভিত্তিতে সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের মাধ্যমে সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশন সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সাথে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছে।

কোভিড-১৯ জনিত কারণে "লক ডাউন" পরিস্থিতিতে দুঃস্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়তার নিমিত্ত জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন হতে সর্বমোট ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ত্রাণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে বিতরণকৃত ত্রাণ সহায়তার মাধ্যমে সর্বমোট ১৭,৭৫৫ জন দুঃস্থ প্রতিবন্ধী উপকৃত হয়েছেন।

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ত সকল ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি। ❑

ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
০৩ ডিসেম্বর ২০২৩

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ৩২তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ২৫তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস- ২০২৩ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটি উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

এবারের আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসের প্রতিপাদ্য- 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাথে সম্মিলিত অংশগ্রহণ, নিশ্চিত করবে এসডিজি অর্জন'- অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৯(১) নম্বর অনুচ্ছেদে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ দেশের সকল নাগরিকের সুযোগের সমতা নিশ্চিত করেছেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহারেও প্রতিবন্ধী জনগণের জীবনমান উন্নয়নের অঙ্গীকার পুর্নব্যক্ত করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী আমাদের সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাদের বাদ দিয়ে রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই তাদের দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে সরকার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির ন্যায় বহুবিধ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে। দেশের প্রতিবন্ধী ও অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের ওয়ানস্টপ সার্ভিস প্রদানের লক্ষ্যে দেশের ৬৪টি জেলা ও ৩৯টি উপজেলায় মোট ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। প্রত্যন্ত এলাকার প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় থেরাপিউটিক সেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে ৪৫টি ভ্রাম্যমান মোবাইল রিহ্যাবিলিটেশন থেরাপি ভ্যান কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার পথ অবারিত করতে সারাদেশ ৭৪টি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও ১২টি স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়নের প্রতীক হিসেবে ঢাকার মিরপুরে প্রায় ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৫ তলা বিশিষ্ট মাল্টিপারপাস প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স (সুবর্ণ ভবন) নির্মাণ করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অনুপ্রাণিত করতে প্রায় ৪৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা জেলার সাভারে একটি আন্তর্জাতিক মানের ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমাজের মূল স্রোতধারায় আনয়ন ও দেশের উন্নয়ন কাজে সম্পৃক্ত করে তাদের জীবনমান উন্নয়ন, সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা এবং স্বার্থ সুরক্ষার বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্ব প্রদান করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবাসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন আইন, ২০২৩ একাদশ জাতীয় সংসদের ২৫তম অধিবেশনে পাস হয়েছে। ফলে, একদিকে যেমন ২০৩০ সাল নাগাদ জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে এবং ২০৪১ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশের অবস্থান থেকে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ নির্মাণে সক্ষম হব বলে আমি প্রত্যাশা করি।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সার্বিক উন্নয়নে আমি সরকারের পাশাপাশি সমাজের সর্বস্তরের জনগণ, সংশ্লিষ্ট সকল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও দেশি-বিদেশি সংস্থাগুলোকে সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি। আমি আশা করি, সকলের সম্মিলিত কর্মপ্রয়াসে সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে এদেশকে আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত অসাম্প্রদায়িক চেতনার সোনার বাংলাদেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করব, ইনশাআল্লাহ।

আমি ৩২তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ২৫তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস- ২০২৩ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

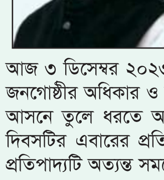

প্রতিমন্ত্রী
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ ৩ ডিসেম্বর ২০২৩, ৩২তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ২৫তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস। সম্ভাবনাময়ী প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় এবং বঙ্গবন্ধুর লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠন করে দেশকে বিশ্ব দরবারে উচ্চ আসনে তুলে ধরতে আজকের দিবসটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। জাতিসংঘ কর্তৃক নির্ধারিত দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য হচ্ছে- "প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাথে সম্মিলিত অংশগ্রহণ, নিশ্চিত করবে এসডিজি অর্জন" প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশ সরকার দেশের প্রতিবন্ধীসহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের অধিকার ও মর্যাদা সাংবিধানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ অনুযায়ী ১২ প্রকার প্রতিবন্ধী রয়েছে। বিশ্বের অনেক দেশে এখনো প্রতিবন্ধীদের নিয়ে পৃথক আইন করা হয়নি এবং যে সকল দেশে আইন রয়েছে তার অধিকাংশ দেশে ৪ থেকে ৮ প্রকার প্রতিবন্ধী রয়েছে। বাংলাদেশ একমাত্র দেশ; যে দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিবন্ধীদের এমবাসেডর হিসেবে কাজ করেন। তাঁর একমাত্র কন্যা মিজ সায়মা ওয়াজেদ অটিজম ও স্নায়ু-বিকাশজনিত সমস্যা বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন হিসেবে এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক হিসেবে নির্বাচিত হয়ে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে কাজ করছেন।

কাউকে পিছিয়ে রেখে নয় বরং সবাইকে সাথে নিয়ে দেশের উন্নয়নে এগিয়ে যেতে হবে। তাই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমাজের মূল স্রোতধারায় আনয়ন ও দেশের উন্নয়ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করে তাদের জীবনমান উন্নয়ন, সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা এবং স্বার্থ সুরক্ষার বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্ব প্রদান করে তাদের সেবাসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন আইন, ২০২৩ একাদশ জাতীয় সংসদের ২৫তম অধিবেশনে পাস করা হয়।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে নিয়মিত পরিচর্যা, সুষম খাদ্য গ্রহণ, আয়বর্ধক উদ্যোগের প্রশিক্ষণ, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও তাদের উপযোগী শিক্ষা প্রদান করে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। তাই সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সেবা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট দপ্তর, সংস্থা ও বেসরকারি উন্নয়ন সহযোগী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাকে যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণকে বয়স ভিত্তিক জীবন চক্রের বিভিন্ন ধাপে স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশের সাথে সমতা আনয়নের জন্য চিকিৎসা শাস্ত্রের পাশাপাশি প্রয়োজন মনঃসামাজিক ক্ষেত্রে উচ্চতর গবেষণা। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার সুরক্ষা ও সামাজিক কল্যাণে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সেবামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নসহ সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, পরিবার ও পরিচর্যাকারীদের সহায়ক প্রযুক্তি ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ও সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

আমি ৩২তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ২৫তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবসের সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু, এম পি

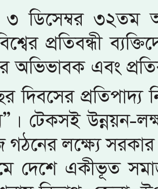

সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ ৩ ডিসেম্বর ৩২তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস এবং ২৫তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস-২০২৩। বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য উৎসবমুখর দিন। এ শুভক্ষণে আমি দেশ ও বিদেশের সকল প্রতিবন্ধী ভাই-বোন, তাঁদের অভিভাবক এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কর্মরত ব্যক্তি ও সংগঠনের প্রতিনিধিদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

এ বছর দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে "প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাথে সম্মিলিত অংশগ্রহণ, নিশ্চিত করবে এসডিজি অর্জন"। টেকসই উন্নয়ন-লক্ষ্যমাত্রার মূলধারায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত, উন্নত ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। আমি বিশ্বাস করি, বর্তমান প্রতিবন্ধীবান্ধব সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশে একীভূত সমাজ বির্নিমাণের পথ সুগম হয়েছে। এ দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় বিভাগ, জেলা, উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে।

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও কল্যাণের লক্ষ্যে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা বিনির্মাণে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সদয় নির্দেশনায় বিগত ১৬ নভেম্বর ১৯৯৯ সনে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়। বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত সকল কর্মসূচি প্রতিপালন করে আসছে। সহস্রাব্দের উন্নয়ন ও টেকসই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এবং গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে এ দিবস উদযাপন সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কন্যা ড. সায়মা ওয়াজেদ অটিজমসহ সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জীবন-মান উন্নয়নে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে কাজ করে যাচ্ছেন, যা ইতোমধ্যে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে এবং বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এর ব্যবস্থাপনায় অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি ও শিক্ষা উপকরণ প্রদান, ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের মাধ্যমে বিনামুল্যে থেরাপিসেবা, সহায়ক উপকরণ প্রদান, ভ্রাম্যমান ওয়ানস্টপ থেরাপি সার্ভিস কার্যক্রম পরিচালনা, ৭৪টি বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালনা, অটিজম রিসোর্স সেন্টার পরিচালনা, অটিজম ও এনডিডি কর্নার সেবা কার্যক্রম, স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম স্কুল কার্যক্রম পরিচালনা, প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সরকার প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও বেগবান করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০৫ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ ১৫তলা বিশিষ্ট জাতীয় প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স (সুবর্ণ ভবন) উদ্বোধন করেন।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমাজের মূল স্রোতধারায় আনয়ন ও দেশের উন্নয়ন কার্যে সম্পৃক্ত করে তাঁদের জীবনমান উন্নয়ন, সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং স্বার্থ সুরক্ষার বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্ব প্রদান করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবাসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন আইন, ২০২৩ একাদশ জাতীয় সংসদের ২৫তম অধিবেশনে পাস করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিধিমালা, ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া এনডিডি বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শিশু/ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষায় নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩ প্রণীত হয়েছে। আইন দু'টি বাস্তবায়নের জন্য প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী সকল ধরনের প্রতিবন্ধী শিশু/ব্যক্তির জীবনমান উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

আমি ৩২তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস এবং ২৫তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ খায়রুল আলম সেখ